International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-VI, November 2024, Page No.01-10
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i6.001

উপজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক উত্তরণে শিক্ষাগত প্রতিবন্ধকতা ও বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনা

মোঃ সাহিবার রহমান

গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কলকাতা, ভারত

Received: 19.10.2024; Accepted: 28.10.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Discussions on tribal communities are always critically analyzed from different perspectives. The anthropological aspect initially became popular in the discussion and research on tribalism. But after independence in India the study of tribalism was no longer confined to anthropology. In the later stages, various researches and theories have been established on various aspects of the socio-economic lifestyle of the tribes. Where education, health, nutrition, deprivation of rights to resources, eviction from the homeland, and various distress images have been invented by various researchers. One of the problems facing tribal communities is education. In India, post-independence policies and plans regarding education were adopted as a whole, but in the case of tribals, there was no opportunity to get adequate opportunities for education and to be related to the education system. Also, the tribals have not learned to realize or understand the importance of education. Therefore, various aspects of the educational problems and actual situation of the tribal communities have been given importance as aspects of review in this article.

Keywords: Tribal Community, Backward Classes, Socially Failure, Right to rsoureces, Importance of Education.

তফসিলি উপজাতি: সংবিধানের ৩৬৬ (২৫) ধারায় বলা হয়েছে, "তপশিলি উপজাতি বলতে বোঝাবে সেই সমস্ত উপজাতি বা উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় বা তাদের কোন অংশ বা গোষ্ঠীকে যারা এই সংবিধানের প্রয়োজনার্থে ৩৪২ ধারা অনুসারে তপশিলি উপজাতি হিসেবে গণ্য হয়"। (“Scheduled Tribes means such tribes or Tribal Communities or parts of a groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be scheduled Tribes for the purpose of this Constitution”)।

উইলিয়াম হালস রিভার্স (১৯০৬) বলেন, আদিবাসীরা হলো এমন এক গোষ্ঠীর মানুষ যারা একই ভাষায় কথা বলে এবং যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্যান্য সমরূপী জীবন সংগ্রামে যৌথভাবে কাজ করে। এই গোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। আদিবাসীদের সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে Pedington বলেন, আদিবাসীরা হলো এমন এক গোষ্ঠীর মানুষ যারা একই ভাষায় কথা বলে, একই অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের সংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। অন্যদিকে মজুমদার আদিবাসীদের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় বসবাসের উপর জোর দিয়েছেন। তার মতে, আদিবাসীরা হল একটা কতিপয় পরিবার অথবা পরিবারের গোষ্ঠীর সমষ্টি যার একটা বৈশিষ্ট্য নাম রয়েছে। এই সমষ্টি যুক্ত মানুষেরা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে এবং একই ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু বিবাহ, কর্ম, পেশাগত পর্যায়ে এরা নানা বিধি নিষেধ মেনে চলে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য সঞ্চালনে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বিদ্যমান।

শিক্ষার প্রতিবিন্ধকতা ও অপরিহার্যতাঃ শিক্ষা হল মানব উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান। সভ্যতার প্রারম্ভ থেকেই অধিকারের ধারণার সূত্রপাত। মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও সুস্থ জীবন যাপনের জন্য কিছু অপরিহার্য সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। অধিকার মানুষের জীবন ও সমাজকে পরিপূর্ণতা প্রদানে আবশ্যিক ভূমিকা পালন করে। সভ্যতার উন্মেষের প্রারম্ভিক লগ্ন থেকেই উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের নানান ক্ষেত্রে অধিকারচ্যুত হতে দেখা গেছে। যার ফলে তাদের জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ নেই বললেই চলে। বিশেষত শিক্ষা ক্ষেত্রে নেই তেমন অগ্রগতি। যেহেতু শিক্ষা সকল ব্যক্তির মৌলিক অধিকার তাই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কোনো ভাবেই উপজাতি শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন আকারে রাখতে পারি না বা রাখা যায় না। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল ধারার জনসমগ্রকের মতো সম্পর্ক যুক্তি হয়নি। তাই শিক্ষার আলোয় আলোকিত না হতে পেরে তারা পশ্চাৎপদ রয়েগেছে।

বর্তমান ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি কাঠামোর অগ্রগতি মূলধারা জনমানুষের মধ্যে ঘটলেও আদিবাসীদের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ও উন্নতি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনগ্রসরতা ও অনুন্নয়ন বর্তমান রয়েছে। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই সবচাইতে বেশি অশিক্ষার হার রয়েছে। অধিকাংশ উপজাতির মানুষ অশিক্ষিত। উপজাতি অঞ্চল গুলিতে স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘদিন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা পায়নি, কিছু কিছু উপজাতি ক্ষেত্র তে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা পেলেও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল দীর্ঘ সময়, উপজাতি অঞ্চল গুলি শিক্ষা গ্রহণ ও উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছে। ভারতে উপজাতি সম্প্রদায় সবচেয়ে দুর্বল সম্প্রদায়, জীবনের প্রতিটি ধাপে তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আদিবাসীরা অনগ্রসর এবং দরিদ্র, প্রাকৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক বাসিন্দাদের মধ্যে বসবাস করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসীরা এখনো রাস্তা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিশুদ্ধ পানীয় জল এবং স্যানিটেশন এর সাধারণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বলাই বাহুল্য উপজাতি সম্প্রদায় তাদের বৈশিষ্ট্যগত ক্ষেত্রে আদিম বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, ব্যাপকভাবে সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ সংকোচ, এবং পশ্চাৎপদতার ইঙ্গিত।

ভারতীয় সংবিধানের ৪৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, দুর্বল ও অনগ্রসর শ্রেণির জন্য অর্থনৈতিক ও শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার কথা। বিশেষ করে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। কারণ তপশিলি উপজাতিদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও শোষণ বঞ্চনার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের

সার্বিক উন্নয়ন বা কল্যানার্থে ৪৬ নং অনুচ্ছেদ অনেক বেশি কার্যকরী ও গুরুত্ববাহী। উপজাতিরা হল ভারতবর্ষে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা পিছিয়ে। তারা এক দিক থেকে সামাজিক ক্ষেত্রে শোষিত ও অবদমনের শিকার, বঞ্চনার শিকার, কাজেই এই অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে প্রায় ৭০% আদিবাসী নিরক্ষর ছিল। যদিও এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষা আদিবাসীদের উন্নতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে যা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের জন্য বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, আদিবাসী শিক্ষায় বাধার অন্যতম যে সকল কারণ গুলি উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয় তা হল- কুসংস্কার, চরম দারিদ্রতা, যাযাবর জীবনধারা, বিদেশি পাঠ্যে আগ্রহের অভাব, উপজাতীয় এলাকায় উপযুক্ত দক্ষ যোগ্য শিক্ষক এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও যোগাযোগের অভাব।

অন্যদিকে, সভ্য সমাজের মূল নিবাসীদের জীবন জীবিকার যেভাবে অগ্রগতি উন্নতি হয়েছে সেখানে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন এসেই যায় যে, কেন উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে। শুধুমাত্র একটি কারণে নয়, একাধিক উল্লেখযোগ্য কারণ যেমন- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সমস্যা রয়েছে, যা শিক্ষার অগ্রগতিতে বাঁধার স্বরুপ ও জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা। এ প্রসঙ্গে উপজাতিদের অনুন্নয়নের দায়ী আর একটি বিশেষ কারণ হলো-তারা কুসংস্কারের সাথে দীর্ঘকাল ধরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূলত আদিবাসী সমাজ প্রকৃতির রোষানলে খরা-দুর্ভিক্ষ, মহামারী নানা প্রকার জটিল ব্যাধির শিকারকেই একমাত্র অপদেবতা বা অশুভ শক্তির আক্রোশ বলে মনে করত। এই অপদেবতা বা অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কল্পিত বা লৌকিক দেবদেবীর ওপর নির্ভরশীল হতো। এমনকি তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অপদেবতা কে সন্তুষ্ট করতে গ্রামেরই প্রান্তে নির্মিত এক দেব স্থানে সামাজিক প্রথা অনুসারে পূজা পাঠের আয়োজন করত। এই সকল কুসংস্কার জালে আবদ্ধ থাকার কারণে উপজাতিরা তাদের সামাজিক জীবনধারার অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি ও শিক্ষা তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনধারায় গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষা সমস্যা ও অনগ্রসরতাঃ বিভিন্ন গবেষণার ভিত্তিতে এটি বরাবর প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড প্রতিষ্ঠা করে। উপজাতিদের শিক্ষার অপরিহার্যতা কে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ভিন্নভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, উপজাতি উন্নয়নে বিভিন্ন শিক্ষা নীতি, পরিকল্পনা, শিক্ষা বিষয়ে অধিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি মাধ্যমে উপজাতি উন্নয়নের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলা হলেও উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ও আজও তারা সামাজিক ভাবে অন্তরালে। শিক্ষা সমাজের মূল ধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে সামাজিক প্রগতি, অগ্রগতি ও উন্নয়নে ভূমিকা নিয়েছে ঠিকই কিন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছে। যত সকল জনমানুষ ভারত বর্ষ জুড়ে রয়েছে তাদের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি পিছিয়ে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। দীর্ঘকাল ধরে সমাজের মূল ধারার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে না পারা, সেই সঙ্গে নিজেদের রীতিনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা তাদের পশ্চাৎপদতা ও অনগ্রসতার অন্যতম কারণ।

জাতি রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণার্থে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্যোগ কর্মসূচি, পরিকল্পনা গৃহীত হয় তার সঙ্গে সঠিকভাবে উপজাতিদের সুবিধাদি, শিক্ষা গ্রহণের কাঠামো নির্মাণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পরাধীনতার শেকরজাল থেকে বেরিয়ে ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তীতে যে সকল কর্মসূচি শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয় তার সুফল অন্যান্য জাতি, ধর্ম বর্গের মানুষ পেলেও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ শিক্ষা পরিকল্পনার ও সুবিধাদির বিষয়ে অজ্ঞাত থেকেছে এবং শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও কাঠামোর অপ্রতুলতার জন্য বিশেষ করে শিক্ষা গ্রহণ থেকে উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বঞ্চিত থেকেছে।

সুবোধ ঘোষ. (২০০০) উপজাতিদের শিক্ষা সমস্যার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে বলেন, ভারতের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনগ্রসর। সাক্ষরতা বলতে যা বোঝায় তাও এদের মধ্যে কিঞ্চিৎ। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের কোন ব্যাপক উদ্যোগ পরিকল্পনা সরকারি তরফে হয়নি। বেসরকারিভাবে অর্থাৎ খ্রিস্টান মিশনারি এবং কয়েকটি দেশীয় সেবা সমিতির উদ্যোগে অঞ্চল বিশেষে কতগুলি স্কুলের প্রতিষ্ঠা অবশ্য হয়েছে কিন্তু এই সব জ্ঞানের প্রদীপ এত অল্প সংখ্যক যে তাতে আদিবাসীদের অন্ধকার দূর করা সম্ভব হয়নি।

ভারত একটি বর্ণময় দেশ যেখানে বিস্ময়কর বৈচিত্রের সংস্কৃতি এবং সম্প্রদায় রয়েছে। প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সর্বোপরি আমরা সবচেয়ে দূরে থাকা সম্প্রদায় আদিবাসীদের ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রাখি। ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম উপজাতীয় জনসংখ্যা রয়েছে এবং এরা আমাদের দেশে সবচেয়ে অর্থনৈতিক ভাবে সুবিধা বঞ্চিত। যে কোনো জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রথম ধাপ গুলোর একটি হলো শিক্ষা। শিক্ষা হলো তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম, যার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন"। সরকারি প্রতিবেদন অনুসারে আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের শিক্ষাবিভাগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্র এবং রাজ্য সরকার গুলি প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে, হোস্টেল তৈরি করে আদিবাসী অঞ্চলে শিক্ষা অগ্রগতি বা প্রসার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ভারতে বিশ্বের একক বৃহত্তম উপজাতি জনসংখ্যা রয়েছে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে এমন একটি প্রধান মাধ্যম হল শিক্ষা। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা গৃহীত হলে উপজাতি জনসংগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার পরিবর্তন আনা সম্ভব। শিক্ষায় বিকল্প মাধ্যম যা বর্তমান সময়ে পিছিয়ে থাকা উপজাতি সম্প্রদায়ের আয় ও জীবনধারার অগ্রগতিতে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। শুধুমাত্র শিক্ষায় একটি প্রধান উপায় বা পন্থা যা তপশিলি উপজাতিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা কে উন্নত করবে। বর্তমানে উপজাতি সম্প্রদায় কেবল সাধারণ জনসংখ্যার থেকেই পিছিয়ে নয়, সাক্ষরতার এবং শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের থেকেও পিছিয়ে রয়েছে তপশিলি উপজাতি বর্গ।

S. N. Chaudhury (২০১০) তার "Tribal Economy at Crossroads" -শীর্ষক গ্রন্থে আদিবাসীদের জীবনধারায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়ের উপর আলোচনা প্রস্তুত করেন। তিনি মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান, দক্ষতা এই বিষয়গুলি স্বীকৃত। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যদি জীবনধারার মানোন্নয়ন আদিবাসীদের ঘটাতে হয় তাহলে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও ক্ষুদ্র পরিসর অর্থনৈতিক মডেলের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিক জীবনধারা ও জীবন জীবিকার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে সেইসঙ্গে উন্নতির লক্ষ্যে উপজাতিদের অংশগ্রহণের বিষয়টির উপর জোর দেয়া জরুরী। তাছাড়া শিক্ষার

বিস্তৃতি, সংস্কৃতির পরিবর্তন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে জীবন জীবিকার পরিবর্তন ঘটানো আবশ্যক। এক্ষেত্রে শিক্ষালাভ ও দক্ষতা বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি নিশ্চিত করা সম্ভব বলে তিনি আভিমত ব্যক্ত করেন।

শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক থেকে ভারতে ভাষাগত বিভিন্নতা বর্তমান। উপজাতিদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। শিক্ষার অগ্রগতিতে আঞ্চলিক ভাষাকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিক্ষা প্রদানের ব্যবহার করা হলেও উপজাতিদের নিজস্ব অলচিকি ভাষায় শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে অল্প কয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। উপজাতিরা তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হলেও খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী এই ভাষাতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষার বাইরে অন্যান্য ভাষাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে সমস্যা হয়, পাঠ্য বিষয়গুলি বাংলা, ইংরেজিতে পড়তে বুঝতে তাদের যথেষ্ট সমস্যা হয়। তাই নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বিষয়ে তারা আগ্রহী। কিন্তু বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা পায়নি। বিকল্প শিক্ষা কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ ‘সর্বশিক্ষা অভিযান’ পূর্বে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল তাতে সাফল্য বলতে নিরক্ষররা স্বাক্ষর হয়েছিল, পাশাপাশি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে শিখেছিল ও সচেতন হতে আরম্ভ করেছিল। এই প্রকার বিকল্প কর্মসূচির আবশ্যিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। যেখানে অশিক্ষা ও অনুন্নয়ন রয়েছে সেখানে বিকল্প শিক্ষা গ্রহণ কর্মসূচি অপরিহার্য ও আবশ্যক। সর্বশিক্ষা অভিযান পরবর্তী কোনো বিকল্প শিক্ষা কর্মসূচি আর গৃহীত হয়নি। তাই শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতার অভাব বর্তমানেও পরিলক্ষিত হয়।

উপজাতি মহিলাদের শিক্ষা পরিস্থিতি ও বাস্তবতাঃ শিক্ষার দিক থেকে মহিলা উপজাতিদের শিক্ষার হার সবচেয়ে কম। উভয় লিঙ্গের মধ্যে সরকার প্রচেষ্টা চালানো সত্বেও তপশিলি উপজাতির পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার হারে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। উপজাতি মহিলারা শুধু সাক্ষরতার হারে পিছিয়ে এমন নয়, উন্নয়নের সামগ্রিক দিক থেকেও তারা ব্যাপক হারে পিছিয়ে রয়েছে। তাদের উন্নতির জন্য পালিত কর্মসূচি, নীতি এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলি অজ্ঞাত থাকার কারণে উপজাতিরা এসবের সুবিধা পায় না। শিক্ষা বিশেষ করে মৌলিক শিক্ষা, উপজাতীয়দের উন্নয়নে একটি জীবন রক্ষাকারী এবং একটি যৌগিক অনুঘটক বলে মনে করা হয়। কর্তৃত্ব মূলক সংস্থা এবং শিক্ষার বিশিষ্টতা উভয়েই যদি কার্যকর ভাবে প্রতিফলিত হয় তাহলে উপজাতি সম্প্রদায়ের চেহারা বদলে যেতে পারে।

ইব্রাহিম সেখ (২০২৩) “আদিবাসী সমাজ”– শীর্ষক গ্রন্থে ‘ভারতের আদিবাসী মহিলাদের অবস্থান: একটি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ' বিষয়ক নিবন্ধে শিক্ষাগত অবস্থানের পর্যালোচনা বিশ্লেষিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়, আদিবাসী মহিলাদের শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্নমানের, পার্বত্য পাহাড়ি অঞ্চলের মহিলাদের তুলনায় মধ্য পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে মহিলাদের শিক্ষার হার কিছুটা ভালো। তবে স্কুলে মহিলাদের শিক্ষার হার উপস্থিতির হার এবং উচ্চ হাড়ে স্কুল ছেড়ে দেয়ার মত ঘটনা ঘটছে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, লিঙ্গ বৈষম্যের মতো সামাজিক দিক। গৃহস্থালির কাজকর্ম, শ্রমিক হিসেবে কাজকর্ম স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ। তাছাড়া আদিবাসী সমাজে মহিলাদের অশিক্ষার মূল কারণ হিসেবে ভাষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্রতার মত বিষয়গুলির উল্লেখ পেয়েছে।

২০১৫ সালে কেন্দ্র সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' সর্বস্তরে মহিলা শিক্ষা, অগ্রগতি, সম্প্রসারণের জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। আবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্প গ্রহণ করে রাজ্য সরকার, যার উদ্দেশ্য মহিলা শিক্ষাকে আরো বেশি করে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যদিও আদিবাসী সমাজ এই প্রকল্প গুলো গ্রহণ করলেও তাদের মধ্যে প্রচার ও উদ্যোগের অভাব, সামাজিক ব্যর্থতা প্রভৃতি তাদেরকে নানা সুবিধা ও প্রকল্প কেন্দ্রিক আগ্রহ তৈরি করতে পারেনি। তবে এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি স্বস্তিদায়ক তা হলো ১৯৬১ সালে মহিলাদের শিক্ষার হার ছিল ৮.৫৪ শতাংশ, সেখানে ২০১১ সালে তা পৌঁছায় ৬০ শতাংশের উপরে। উচ্চ শিক্ষা সংরক্ষণ, স্কলারশিপ প্রদান এবং নানান ধরনের আদিবাসি মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

বর্তমান সময়ের নারী শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়টি উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত যেখানে পুরুষের তুলনায় উপজাতি মহিলারা অনেকটা পিছিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে। মহিলা শিক্ষা প্রসারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হয়ে রয়েছে। গবেষণা ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা সমস্যার নানান দিকের ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ সমস্যায় প্রধান অন্তরা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার দিক, শিক্ষা সচেতনতার অভাব, অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা, ইত্যাদি সমস্যার কারণে উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ও শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ বঞ্চিত থাকা উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নত সামাজিক জীবনধারা গঠনে অন্তরায়।

B. K. Panda (২০১১) “Education of Girls among Ethnic Tribal Groups in South Asia”- শীর্ষক প্রবন্ধে উপজাতি মহিলা শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্ভাবন করেছেন, যেখানে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশ গুলিতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের উপজাতি জনগোষ্ঠী গুলির মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার হার অনেকাংশে কম। এই দেশ গুলিতে আদিবাসী গোষ্ঠী ক্ষুদ্র জনসংখ্যা বিশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও মহিলা উপজাতির মধ্যে উন্নয়নের প্রক্রিয়া খুব ধীরগতি সম্পন্ন, কারণ সাক্ষরতার হার অনেকাংশে কম। তার অভিমত অনুসারে এখনো এই আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সম্পদ তৈরি করতে পারে এমন নির্দিষ্ট দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম বা পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে, এর মাধ্যমে উপজাতি শিক্ষার প্রসার লাভ করতে পারে ও সেই সঙ্গে মহিলা উপজাতিদের শিক্ষার হার অনেকাংশে বাড়তে পারে বলে মতামত ব্যক্ত হয়েছে।

আদিবাসী সমাজে বরাবরই শিক্ষা সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয় যার ফলে চাকরি ও কর্মসংস্থানের সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। বি. ভি. শাহ (২০০৫) সালে আদিবাসী সমাজে শিক্ষা বিষয়ে আদিবাসী শিক্ষা উপযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মাণ, কর্মসংস্থান মুখী ও চাকুরী সুযোগ তৈরি করা। শিক্ষা উপজাতি মহিলাদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রের সম্প্রসারিত করবে। শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক উন্নয়নমূলক সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

অনগ্রসরতার মূল সমস্যা শিক্ষাঃ বর্তমান সময়ে উপজাতি সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে মুখ্য কারণ হলো শিক্ষা সমস্যা।। আদিবাসী সমাজ জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ন করলে স্পষ্ট রূপে প্রতিয়মান হয় যে আদিবাসী সমস্যার শেকড় অনেক গভীরে। যেখানে প্রায় সকল দিক থেকেই সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। উপজাতিদের যে

সকল সমস্যাগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল শিক্ষা সমস্যা। আদিবাসী শিক্ষা সমস্যার অন্যতম কারণ যেগুলি মনে করা হয় তা হল- ১) প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস, যেমন বনাঞ্চল, জঙ্গল, দুর্ভেদ্য অরণ্য, পার্বত্য অঞ্চল ইত্যাদি। ২) অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ৩) স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বহন ও সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা। ৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উপযুক্ত কাঠামোর অভাব। ৫) অর্থ সমস্যা ও অনুন্নত জীবন জীবিকা। উপরিউক্ত কারণগুলির পাশাপাশি বছরের পর বছর ধরে নিরক্ষরতা, শিক্ষার অভাব বেশিরভাগ উপজাতীয় সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে স্বীকার্য, যার মধ্যে রয়েছে ভূমি বিচ্ছিন্নতা, বেকারত্ব, ঋণগ্রস্থতা, মহাজন দ্বারা শোষণ ইত্যাদি।

উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের দরিদ্র ও অনুন্নত জীবিকা মানের কারণে শিক্ষা অর্জনের জন্য অর্থ সামর্থ্য না থাকায় শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। সেই সঙ্গে তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বাধা হলো অন্যতম দায়ী এক কারণ। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তারা পায়নি। বর্তমানে অলচিকি ভাষায় শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার শিক্ষা প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করলেও দক্ষ শিক্ষকের অভাবে হেতু মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ থেকে তারা এখনো বঞ্চিত। বিশেষ করে অন্য ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে তাদের যথেষ্ট অসুবিধে রয়েছে। তাই শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার মাতৃভাষা অর্থাৎ অলচিকি ভাষায় শিক্ষা প্রদান।
উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থ সমস্যায় জর্জরিত দীর্ঘকাল থেকে। তাই তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ পেলে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষায় অগ্রগতি ঘটবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই সরকারকে বৃত্তি প্রদানের উপযুক্ত পদক্ষেপ ও কৌশল গ্রহণ করা উচিত। অর্থ সমস্যার কারণে উপজাতি বর্গের মানুষ শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে স্বল্প পারিশ্রমিকে জমিতে কাজ করে। দাদন লেবার (bonded labour) হিসেবে স্বল্প বয়স থেকেই বাইরে কাজ করতে যায়। কোন না কোন উপার্জন মুলক কাজ করা বা পাওয়ার চেষ্টা করে। তাই অর্থ সমস্যার কারণে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ আগ্রহী নয় শিক্ষা গ্রহণে। এক্ষেত্রে অর্থ সমস্যা ও পারিবারিক দায়বদ্ধতা অন্যতম কারণ বলা যায়। জীবন জীবিকার অগ্রগতিতে শিক্ষায় যে অন্যতম হাতিয়ার সে বিষয়ে উপজাতি বর্গের মানুষ সচেতন নয়।

এখনো আদিবাসী সমাজে কুসংস্কার বিদ্যমান। দীর্ঘকাল ধরে এই কুসংস্কার তাদের সমাজে বর্তমান রয়েছে। তারা আজও ডাইনি প্রথায় বিশ্বাসী। এই সকল কুসংস্কারে নিমজ্জিত থাকার অন্যতম কারণ হলো অশিক্ষা। শিক্ষা চেতনা সমৃদ্ধি ঘটায় আর এই শিক্ষায় উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অবর্তমান। কুসংস্কারকে মুছে ফেলতে শিক্ষায় অন্যতম বিকল্প মাধ্যম। অনুন্নত জীবন জীবিকা থেকে অব্যাহতির অন্যতম পথ শিক্ষা। তেমনি কুসংস্কারকে মুছে ফেলতে উপজাতি সম্প্রদায় কে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়া প্রয়োজন যা তাদের সমাজকে উন্নত করবে অগ্রগতির পথে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমাদের দেশে অন্যান্য জনসংখ্যার তুলনায় উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত চিত্র বরাবরই হতাশাজনক। উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে স্বাক্ষরতার হার লিঙ্গ সমতা, গড় তালিকাভুক্তির অনুপাত ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের সুবিধাদি, পর্যাপ্ততা ও মূল্যায়ন হওয়া দরকার। তাদের শিক্ষায় অগ্রগতির জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম এমন হওয়া উচিত যা তাদের কাছে পরিচিত এবং তারপর ধীরে ধীরে তাদের আঞ্চলিক ভাষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে উপজাতীয় শিক্ষাকে

শুধুমাত্র শেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতি দায়বদ্ধতা জাগিয়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষাগত যে সমস্যা তা দূর করার পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

শেষের কথাঃ সরকারি পরিকল্পনাকারীরা উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে জাতীয় সংহতি ও স্তরে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষাকে অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শিক্ষায় উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনে সমৃদ্ধি, সাফল্য ও নিরাপত্তা নির্ধারণ করবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উপজাতীয় শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় ও বরাদ্দ করে, কিন্তু আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। শিক্ষা সম্প্রসারণের ও অগ্রগতির সমস্যা বর্তমান থাকার ফলে উপজাতি জীবন ধারার উন্নয়ন হয়নি। শিক্ষা গ্রহন করেনি তাই উন্নত পেশা সংযুক্তি ঘটেনি ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিসেবা বিষয়ে সজাগ হতে পারেনি। তাছাড়া প্রশাসনের উন্নয়ন বিমুখ মানসিকতা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে উপজাতি বর্গের মানুষকে পিছিয়ে রেখেছে। উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা শুধুমাত্র কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উপজাতিদের মধ্যে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং শিক্ষার মাধ্যমে নির্মূল না করা গেলে উপজাতি সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। উপজাতি এলাকায় একমাত্র শিক্ষাই হতে পারে সমন্বিত উন্নয়নের ভিত্তি। আমাদের অবশ্যই একথা মনে রাখতে হবে যে, অশিক্ষার সমস্যা, শিক্ষার প্রসার বা অগ্রগতি না হওয়াটা কিন্তু ভারতবাসীরই সমস্যা। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় অন্যের তুলনায় শিক্ষার বিষয়ে তারা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত, ‘প্রায় নির্জলা উপবাসী’।

তথ্যসূত্রঃ

১) ঘোষ, সুবোধ. “ভারতের আদিবাসি”. ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃঃ ৮২-৮৪
২) Chaudhary, S. N. “Tribal Economy at Crossroads”. Rwat Publication, Jaipur, 2010, p. 1-13
৩) শেখ, ইব্রাহিম. “আদিবাসি সামাজ”. তুহিনা, কলকাতা, ২০২২, ৩২৪-৩৪১
৪) Panda, B. K. ‘Education of Girls among Ethnic Tribal Groups in South Asia’. Indian Anthropological Association, Vol. 41, No. 2, 2011, pp.15-32.
৫) Shah, B. V. “Education and Social Change among Tribals in India”. Sage Journal, vol.28, Issues1-2.1979.
৬) বিশ্বাস, সঞ্জীত কুমার. "মানবাধিকার পরিচয় এর ভারতীয় প্রেক্ষাপট". সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা.২০২৩.
৭) মজিদ, মুস্তফা. “আদিবাসী জনগোষ্ঠী”. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭ পৃঃ ১৮৫-১৯৮.

৮) সেন, সুচীব্রত. “ভারতের আদিবাসী: সামাজ পরিবেশ ও সংগ্রাম”. বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২২, ২৪৫-২৭৩.

৯) Ahuja, Ram. “Social Problems in India”. Rawat Publication, Jaipur. 2017

১০) Ambagudia, J. ‘Tribal Rights Dispossession and the State in Orissa’. Economic and Political Weekly, Vol. 45, No. 33, 2010, pp.60-67.

১১) Bose, N. K. “Tribal life in India”. National Book Trust, New Delhi.1971

১২) Bose, Nirmal Kumar. “Hindu Method of tribal Absorption”. Science and Culture, Vol. 7, 1941, pp.188-194.

১৩) Brahmanandam, T. & Basu Babu, T. (2015) “State of Primary Education among Tribals: Issues and Challenges”. Artha Journal of Social Science, Vol. 14, No. 5, 2015. pp. 127-144.

১৪) Chottopadhyay, K. P. “The Tribal Problems and its Solution”. Eastern Anthopologist, Vol. VIII, No. 1. 1949

১৫) Chowdhury, M. and Bannerjee, A. “Right to Education of Scheduled Tribe : An Indian Perspective”. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, Vol. 5, No. 7, 2013, pp. 128-134.

১৬) Dube, S. C. “The Urgent Task of Anthropology in India”. Proceeding of the IVth International Congress of Anthropological and Ethnological Congress, Vienna, 1952, pp. 273-278.
Ekka, Alex. “Social Exclusion and Adverse Inclusion”, Oxford University Press, New Delhi, 2012, pp. 52-62.

১৭) K, Sujatha. “Education among Scheduled Tribes”, In R. Govinda, (ed.), India Education Report: A Profile of Basic Education, New Delhi: Oxford University Press, 2008, pp. 91-94.

১৮) Majumder, D. N. & Madan, T. N. “An Introduction to Social Antropology”. Asia Publishing House, Bombay. 1956

১৯) Mandelbaum, David. G. “Society in india”. Popular Publication, India, 1972, pp. 573-592.

২০) Padhy, K. S. and Satapathy, P. C. “Tribal India”. Ashish Publishing House, New Delhi.1989

২১) Panda, B. K. ‘Education of Girls among Ethnic Tribal Groups in South Asia’. Indian Anthropological Association, Vol. 41, No. 2, 2011, pp 15-32.

২২) Parthasarathy, Jakka. “Contemporary Society: Tribal Studies”. Concepts Publishing Company, New Delhi, 1997, pp. 248-262.

২৩) Pati, R. N. “Tribal Development in India” Ashish Publishing House, New Delhi, 1989, pp. 71-78.

২৪) Risley, H. H. “The Tribe and Caste of Bengal”. Bengal Secretariat Press, Ethnographic Glossary, Vol. 2, Calcutta.1891

২৫) Sahu, J. "Educational Achievement in Tribal Area through PPP: A Case Study of Odisha". Odisha Review, 2013, pp. 73-79.
২৬) Sarkar, R. M. "Contemporary Society: Tribal Studies". Concepts Publishing Company, New Delhi, 1997, pp. 263-276.
২৭) Sen, Rahul. 'Tribal Policy of India'. Indian Anthropological Association, Vol. 22, No. 2, 1992, pp. 77-89.
২৮) Sharma, K. L. 'Indian Social Structure and Change". Rawat Publication, New Delhi, 2007, pp 96-106.
২৯) Singh, K. S. "Tribal Movement in India", Monohar Publication, New Delhi, 1883, pp. 1-29
৩০) Tata Trust. 'Tribal Education'. www.tatatrust.org>education, servey and Report, 2020.